দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26/5/83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ...

৫৫৪

বোর্ডের বই : কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা

গত ২০শে মে 'দৈনিক বাংলায়' 'বোর্ডের বই ভুলে ভরা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে, এবং গতকাল ২১শে মে পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বোর্ড বইয়ের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরা হয় এবং একই দিন জনাব রেজোয়ান সিদ্দিকীর লেখা 'বোর্ডের বইয়ের দাম কয়েকগুণ বেড়েছে' শীর্ষক একটি রিপোর্টও প্রকাশিত হয়।

'বোর্ডের যাবতীয় বই ভুলে ভরা' এই জাতীয় মন্তব্য করে বোর্ডের প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত একশত ১১ খানা বইয়ের মধ্যে কোনো কোনোটিতে মুদ্রণ প্রমাদ কিংবা অন্য কোনো ভ্রান্তি থাকতে পারে। এবং সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই প্রেসের লোকদের গাফলতির জন্য হয়ে থাকে। তারা কেউ কেউ অনেক সময় বোর্ডের মুদ্রণাদেশের অপেক্ষা না করেই ভুলভ্রান্তিসহ বই ছাপিয়ে ফেলে। বোর্ড এর জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুল কোনো কোনো প্রেসের বইতে থেকেই যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ, আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রেসেই, মেশিনম্যান কম্পোজিটার সুশিক্ষিত তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প শিক্ষিত এবং স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। বোর্ডের ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য গণিত বইয়ের অংকের উত্তরে অসঙ্গতি সম্পর্কে বোর্ডের বক্তব্য এই যে এই সমস্ত বইগুলোর অংকে প্রথমে পুরাতন পরিমাপ ব্যবহৃত হয়েছিল. পরে ১৯৮২ সালে সরকার কর্তৃক দেশে মেট্রিক পদ্ধতি চালু করার প্রাক্কালে কিছু কিছু অংকে মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ঐ সময়ে অংকে মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও কোনো কোনো অংকের উত্তর মালায় পুরাতন পদ্ধতির উত্তরই রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে একটি প্রেসের কথা আমাদের জানা আছে—

জনমত

যেখানে বইয়ের অংকগুলো সংশোধন করার পূর্বেই পুরাতন পদ্ধতির উত্তরমালা ছাপিয়ে ফেলেছিল। এই ঘটনাটি নজরে আসার ফলে ঐ সমস্ত ভুল উত্তরমালার সংশোধনীও পুস্তকের শেষে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ সত্ত্বেও ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত যাবতীয় অংক বইয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ সংশোধনীর জন্য বাংলাদেশ গণিত সমিতিকে ইতিমধ্যেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এবং বাংলাদেশ গণিত সমিতি এই লক্ষ্যে কাজে হাত দিয়েছেন। আশা করা যায়, গণিত বইয়ে যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি ও অসঙ্গতি রয়ে গেছে সেগুলো অচিরেই সংশোধিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, 'বোর্ডের বইয়ের দাম কয়েকগুণ বেড়েছে' বলে ২১শে মে তারিখে দৈনিক বাংলায় যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে সে সম্পর্কে বোর্ডের বক্তব্য এই যে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বোর্ড কখনও কখনও কোনো কোনো বই বিনা মূল্যে এবং অন্যান্য যাবতীয় বই হ্রাসকৃত মূল্যে (সাবসিডাইজড রেটে) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ ও বিক্রির ব্যবস্থা করে আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭৮ সালে নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী লিখিত ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর বইয়ে খরচ অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হলেও, তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ঐ সকল বইয়ের মূল্য শতকরা ২৫% কমিয়ে দেয়ায় বোর্ডকে আর এক দফা আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। এর পরে পর্যায়ক্রমে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী বই লেখানোর সময় নীতিগতভাবে শুধুমাত্র উৎপাদন খরচের উপর ভিত্তি করেই বইয়ের মূল্য নির্ধারিত হয়ে আসছে। এতদসত্ত্বেও, বাংলাদেশের অন্যান্য সমাগ্রির তুলনায়, এমন কি ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার্য খাতা পেন্সিল ইত্যাদির তুলনায়ও বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের পাঠ্যবই অনেকাংশে সুলভ।

—অধ্যাপক মোঃ আসাদুজ্জামান
সেক্রেটারী
বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড,
ঢাকা।

আমাদের বক্তব্য : বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ডের প্রতি কোন অবিচার নয়, বরং এ দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচারের আশায়ই দৈনিক বাংলার রিপোর্টে পাঠ্য বইয়ের ভুলভ্রান্তি তুলে ধরা হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ভুলভ্রান্তির যাবতীয় দায়-দায়িত্ব প্রেসের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলেছেন যে প্রেসের কর্মচারীরা 'সুশিক্ষিত তো নয়ই, বরং স্বল্প শিক্ষিত।' ছাপাখানায় পিএইচডি বা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রীধারীরা কাজ করবেন, এমন আশা কেউ করেন না—যুগ

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

জনমত

(৫-এর পৃঃ পর)

যুগ ধরে প্রেস কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব যোগ্যতা নিয়েই কাজ করছেন এবং তাদের হাতে নির্ভুল বই ছাপা হয়েছে এমন নজীরও ভূরিভূরি আছে। তারা কাজে গাফিলতি করলে টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃপক্ষেরই তা দেখার কথা এবং নির্ভুল পাঠ্যবই প্রকাশনার দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত। বোর্ডের মুদ্রণাদেশের অপেক্ষা না করেই অনেক সময় প্রেস কর্মচারীরা ভুলভ্রান্তিসহ বই ছাপিয়ে ফেলেন—এই ব্যাখ্যা মানতে গেলে টেক্সটবুক বোর্ডের দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলার অবকাশ সৃষ্টি হয়। সাধারণের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, যেসব প্রেস বোর্ডের শর্ত ও নির্দেশ অনুযায়ী বই ছাপায় না, সেসব প্রেসকে বোর্ড বই ছাপার জন্যে নির্বাচিত করেন কেন? কেন সরকারের টাকা খরচ করে ভুলভ্রান্তিসহ বই ছাপানো?

খাতা-পেন্সিলের তুলনায় বোর্ডের বই হয়তো সুলভ কিন্তু সামগ্রিক বিচারে বুকপ্রেস্টে [illegible]পা পাঠ্য বইগুলির দাম কি খুব কম? আমরা শুধু তুলনামূলক মূল্য বৃদ্ধির দিকটাই উল্লেখ করেছি। শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা সামনে রেখেই আমরা আমাদের রিপোর্ট ছেপেছি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন, ভুলভ্রান্তি অচিরেই সংশোধিত হয়ে যাবে। আমরাও তাই চেয়েছি—পাঠ্যবইয়ের ভুলভ্রান্তি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে এবং তা সংশোধিত হবে এ আশ্বাসেই আমরা আনন্দিত।